খুলনায় দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর বিকশিত নারীনেত্রীদের সম্মেলন-২০১৬ অনুষ্ঠিত

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট একটি আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাব্রতী সংস্থা যা দীর্ঘদিন ধরে নারীর ক্ষমতায়নসহ ক্ষুধামুক্ত আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার ১৪ টি ইউনিয়নে-ধামালিয়া,ভান্ডারপাড়া,মাগুরখালি,মাগুরাঘোনা,রংপুর,রঘুনাথপুর,রন্নদাঘরা,শরাফপুর,সাহস,আটলিয়া,খর্নিয়া,গুটুদিয়া,শোভনা,এবং ডুমুরিয়া সদরে" পাওয়ার প্রকল্পের (পলিটিক্যাল পার্টিসিপেশন অব উইমেন ইকুয়াল রাইটস)" মাধ্যমে নারী-পুরুষের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নীতি নির্ধারনে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি তথা রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে জন্য নিবিড়ভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।কার্যক্রম পরিচালনার ধারাবাহিকতায় গত ৭ জানুয়ারী ২০১৭ খুলনা জজ কোর্টের এপিপি এ্যাডভোকেট আনোয়ারা আন্নার সভাপতিত্বে ডুমুরিয়া উপজেলার বিকশিত নারী নেত্রীদের সম্মেলন-২০১৬ খুলনার সিএসএস আভা সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। নারীনেত্রী সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল **"নারীর অংশগ্রহণ ,সমতা ও উন্নয়ন"**

উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা জেলা প্রশাসক জনাব নাজমুল আহসান, অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট- এর গেস্নাবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. বদিউল আলম মজুমদার এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নার্গিস ফাতেমা জামিন, জেলা মহিলা পরিষদের সভাপতি রসু আক্তার, ডুমুরিয়া উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সুরাইয়া পারভীন, সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক খুলনা মহানগর কমিটির সভাপতি আলহাজ্ব মোঃ লোকমান হাকীম। উক্ত নারীনেত্রী সম্মেলনে খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার

বিকশিত নারী নেত্রীবৃন্দ, খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার, বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলার এবং বাগেরহাট সদর উপজেলার প্রায় পাঁচ শতাধিক বিকশিত নারীনেত্রী সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। জাতীয় সঙ্গীত এবং মোমবাতি প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে নারীনেত্রীদের সম্মেলন আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন খুলনা জেলা প্রশাসক জনাব নাজমুল আহসান।

সম্মানিত প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথিদেরকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। প্রধান অতিথি খুলনা জেলা প্রশাসক

জনাব নাজমুল আহসানকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন ডুমুরিয়ার সদর ইউনিয়নের নারীনেত্রী জান্নাতুল হাওয়া শান্তা এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্ট- এর গেস্নাবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. বদিউল আলম মজুমদার,-কে ফুল দিয়ে বরণ করেন ইউনিয়ন সমন্বয়কারী বেবী মন্ডল , জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নার্গিস ফাতেমা জামিন-কে ফুল দিয়ে বরণ করেন ইউনিয়ন সমন্বয়কারী রন্নকাইয়া রহমান রানী ।এছাড়াও অন্যান্য অতিথিদের-কেও ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। উক্ত সম্মেলনে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট খুলনার আঞ্চলিক সমন্বয়কারী মাসুদুর রহমান রনজু। প্রধান অতিথি খুলনা জেলা প্রশাসক জনাব নাজমুল আহসান বলেন"বিকশিত নারীনেত্রীদের এই ধরনের সম্মেলনকে নারীদেরকে ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে,বাল্য বিবাহ বন্ধের ক্ষেত্রে তিনি কিশোরী সুরক্ষার জন্য লাল কার্ডের উদ্যোগ গ্রহন করেছেন-কার্ডে কত তারিখে কোন মেয়ের বয়স ১৮ বছর হবে সেটা লাল কালি দিয়ে লেখা থাকবে এবং বিয়ের সময় এই কার্ড দেখিয়ে ১৮ বছর পূর্ণ হয়েছে কিনা সেটা যাচাই করে তারপর বিয়ে দিবে। ১৮ বছর পূর্ণ হবার নির্ধারিত তারিখের আগে পরিবার থেকে মেয়েকে বিয়ে দিতে পারবে না। একজন নারী একজন মা,বাংলাদেশের নারীরা দেশের বাইরে গিয়ে চাকরী করেন,কিন্তু আপনারা যে কাজটা করতে পারেন একজন পুরুষের পক্ষে তা করা সম্ভব নয় ।নারীরা পিছিয়ে আছে অনেক কারনে। তারমধ্যে বাল্য বিবাহ এবং শিক্ষা অন্যতম । সবাই যেন শিক্ষা গ্রহন করতে পারে সে ব্যাপারে আপনাদের আরো বেশী উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে।" দি হাঙ্গার প্রজেক্টের গেস্নাবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কান্ট্রি ডিরেক্টর ড.বদিউল আলম মজুমদার উক্ত সম্মেলনে বলেন," আমি জীবনে অনেক সংগ্রাম করেছি। আপনারা যে সংগ্রাম করেছেন, যে অনমনীয়তা প্রদর্শন করেছেন সে কথা শুনে আমার মাথা অবনত হয়ে যায়। আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানাতে চাই। আপনাদের যে বীরত্বের গল্পগাঁথা আমার ক্ষুদ্র পরিসরে সেটা তুলে ধরতে চাই। বাঙ্গালীর আতীথেয়তার দিক থেকে আমরা পৃথিবীতে অদ্বিতীয়। সমাজে আমরা নারী-পুরুষ প্রায় সমানে সমান-নারীরা যদি অবদান না রাখে তবে সমাজ এগুবে না। এই জন্যইতো আপনাদের ক্ষমতায়ন দরকার,প্রশিক্ষণের আয়োজন। অনেক রকম প্রতিবন্ধকতা নিয়ে আপনাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করেছেন "।

অত:পর বিকশিত নারীনেত্রীগণ নিজেদের সংগ্রামী জীবনের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। ১১ জন নারীনেত্রী ডুমুরিয়া উপজেলার ভান্ডারপাড়া ইউনিয়নের স্বপ্না গাইন,গুটুদিয়া ইউনিয়নের অর্চনা ফৌজদার, রন্নদাঘরা ইউনিয়নের সাবিনা ইয়াসমিন,রঘুনাথপুর ইউনিয়নের নাসরিন বেগম,শোভনা ইউনিয়নের আকলিয়া বেগম,আটলিয়া ইউনিয়নের শিখা বসাক,শরাফপুর ইউনিয়নের ঝর্না বেগম,সাহস ইউনিয়নের নার্গিস হোসেন,ফকিরহাটের লখপুর ইউনিয়নের আয়েশা আক্তার,বাগেরহাটের লীণা রাণী এবং বটিয়াঘাটা উপজেলার লাকী আক্তার তাদের সাফল্যগাঁথা সংগ্রামী জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। নারীনেত্রীগণ বাল্য বিবাহ বন্ধের প্রতিবন্ধকতা ,নিজেদের সাহসী ভূমিকার কথা,পারিবারিক প্রতিবন্ধকতার বাইরে এসে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হওয়া,বিভিন্ন কমিটিতে স্থান করে নেওয়া,উপজেলা প্রশাসনের কাছে নিজেকে গ্রহণযোগ্য করে তোলা,নিজেদেরকে নারী না ভেবে মানুষ হিসেবে ভাবতে শেখা,নিজেদেরকে আয়বৃদ্ধি কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করা, ইউনিয়ন পরিষদের কাছে মর্যাদা ও মূল্যায়ন পাবার কথা দ্যর্থহীন ভাবে ব্যক্ত করেন ।বিকশিত নারীনেত্রীগণ দৃঢ়তার সাথে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে নিজেদের দক্ষতা, সৃজনশীলতা ও অন্তর্নীহিত শক্তির সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটানোর, নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আরও বেশী জোরালো ভূমিকা রাখার, শিশু বিয়ে বন্ধ করার দুর্বার

আন্দোলন গড়ে তোলার ঘোষণা ব্যক্ত করেন। নারীনেত্রীদের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পর বিশেষ অতিথি জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নার্গিস ফাতেমা জামিন,জেলা মহিলা পরিষদের সভাপতি এ্যাডভোকেট রসু আক্তার,ডুমুরিয়া উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সুরাইয়া পারভীন এবং সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক খুলনা মহানগর কমিটির সভাপতি আলহাজ মো:লোকমান হাকীম অনুভুতি ব্যক্ত করেন। অতিথি বৃন্দ নারীর ক্ষমতায়নের জন্য দি হাঙ্গার প্রজেক্টের এই ধরনের কার্যত্রমের প্রসংশা করেন এবং নারীরা প্রতেকেই তাদের জীবনে এক একটি প্রজ্জলিত আলোকবর্তিকা বলে মন্তব্য করেন । তারপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের এবং র‍্যাফল ড্র এ আয়োজন করা হয়। তাছাড়া র‍্যাফল ড্র বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরন করা হয়। অত:পর ,জেলা মহিলা পরিষদের সভাপতি এ্যাডভোকেট রসু আক্তার নারীনেত্রীদের সম্মেলন-২০১৬ এর ঘোষণা পত্র উপস্থাপন করেন এবং নারীনেত্রীগণ উপস্থাপিত ঘোষনা পত্রে স্বাক্ষর করেন।

উক্ত সম্মেলনে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন বাগেরহাট উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান এবং জেলা বিকশিত নারীনেটওয়ার্ক কমিটির সভাপতি এডভোকেট পারভীন আহমেদ। সম্মেলনে সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্টের ডুমুরিয়া উপজেলার দায়িত্বরত প্রোগ্রাম অফিসার মোঃ আসলাম খান। তাছাড়া বাগেরহাট জেলার সমন্বয়কারী উত্তম কুমার দত্ত, দি হাঙ্গার প্রজেক্টের একাউন্টস বিভাগের সত্যজিৎ দেবনাথ এবং খুলনা অঞ্চলের ইউনিয়ন সমন্বয়কারীগণও আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেন।

নারীনেত্রীদের সম্মেলনের মাধ্যমে ডুমুরিয়া উপজেলা তথা খুলনা অঞ্চলের একদল নারীকে সংগঠিত,ক্ষমতায়িত ও অনুপ্রাণিত করা,যারা সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করা এবং জেন্ডার সমতা অর্জনের মাধ্যমে ক্ষুধা- দারিদ্র্যমুক্ত আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

প্রতিবেদক
মোঃ আসলাম খান
প্রোগ্রাম অফিসার
খুলনা